নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

বিশেষ প্রতিবেদন

# ফিটনেসহীন বাস, চালকের আসনে সুপারভাইজার! ওভারটেক করতে গিয়ে প্রাণহানি ১৪

তদন্তে সাত সদস্যের কমিটি: নিহতদের পরিবারপ্রতি এক লাখ টাকা সহায়তা ঘোষণা।

**নিজস্ব প্রতিবেদক** প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৬ ৭ মিনিট পাঠ



নাটোরের বড়াইগ্রামে যাত্রীবাহী বাস ও বালুবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন। দুর্ঘটনাকবলিত আরপি স্পেশাল পরিবহনের বাসটির ফিটনেস সনদের মেয়াদ শেষ হয়েছিল প্রায় পাঁচ মাস আগে। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার সময় বাসটির চালকের আসনে চালকের পরিবর্তে সুপারভাইজার ছিলেন বলে দাবি করেছেন তিন যাত্রী। তাঁদের ভাষ্য, বাসের চালক ও তাঁর সহকারী পেছনের আসনে ঘুমাচ্ছিলেন। এ ছাড়া বাসটিতে আসনের তুলনায় অতিরিক্ত যাত্রী ছিলেন বলেও অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) ভোর সাড়ে চারটার দিকে নাটোর-পাবনা মহাসড়কের বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া এলাকার সরকারপাড়া, বনপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সামনে সরদারপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই নয়জন নিহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান আরও পাঁচজন। দুর্ঘটনার পরপরই মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এ ঘটনায় দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। কমিটিকে সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দুর্ঘটনার কারণ উদ্ঘাটন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, অন্য যানবাহনকে ওভারটেক করতে গিয়ে বাসটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত নয়। নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতেখায়ের আলম দুর্ঘটনায় ১৪ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। হতাহত ব্যক্তিদের অধিকাংশই বাসের যাত্রী।

ফিটনেসের মেয়াদ শেষ মে মাসে, তবু চলছিল বাস

দুর্ঘটনার পর বাসটির কাগজপত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নাটোর বিআরটিএ কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, আরপি স্পেশাল পরিবহনের বাসটির ফিটনেস সনদের মেয়াদ শেষ হয়েছে চলতি বছরের ১৩ মে। তবে বাসটির রুট পারমিটের মেয়াদ রয়েছে ২০২৮ সালের ১৩ মে পর্যন্ত। ফিটনেস সনদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বাসটি কিভাবে মহাসড়কে চলাচল করছিল, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বাসটির ফিটনেস নবায়ন না হওয়ার কারণ এবং এ ক্ষেত্রে তদারকির কোনো ঘাটতি ছিল কি না, তা-ও তদন্তের আওতায় আনা প্রয়োজন বলে দাবী অনেকের। কারন একটি যানবাহনের রুট পারমিটের মেয়াদ থাকা এবং সেটির ফিটনেস সনদ বৈধ থাকা পৃথক বিষয়। ফলে বাসটির রুট পারমিট থাকলেও ফিটনেস সনদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি দুর্ঘটনার পর নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

চালকের আসনে সুপারভাইজার, পেছনে ঘুমাচ্ছিলেন চালক :

দুর্ঘটনার সময় বাসটি কে চালাচ্ছিলেন, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন তিন যাত্রী। তাঁদের দাবি, বাসের চালকের আসনে ছিলেন সুপারভাইজার সোহেল রানা। মূল চালক ও তাঁর সহকারী তখন বাসের পেছনের আসনে ঘুমাচ্ছিলেন। তবে পুলিশ এখনো বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। দুর্ঘটনায় আহত চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার যাত্রী রমজান আলী বলেন, বাসটি রাত আনুমানিক তিনটার দিকে পাবনার ঈশ্বরদীতে পৌঁছালে চালক নিজের আসন ছেড়ে দেন। এরপর সুপারভাইজার সোহেল রানা বাস চালাতে শুরু করেন। চালক ও

তাঁর সহকারী পেছনের আসনে গিয়ে ঘুমান। প্রায় এক ঘণ্টা পর বনপাড়ায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসের আরও দুই যাত্রী ইয়াকুব আলী ও আব্দুস সালামও দাবি করেছেন, দুর্ঘটনার সময় বাসটি চালাচ্ছিলেন সুপারভাইজার। তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী, বাসটি সোমবার সন্ধ্যায় বরগুনা থেকে যাত্রা শুরু করে। শুরুতে বাসে যাত্রী ছিলেন মাত্র ১০ জন। পথে বিভিন্ন স্থান থেকে যাত্রী ওঠায় তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। যাত্রীদের অভিযোগ, বাসটিতে নির্ধারিত আসনের বাইরেও অতিরিক্ত যাত্রী ছিলেন। এমনকি কোথাও পা রাখার মতো জায়গাও ছিল না। বাসটি কখনো ধীরগতিতে, আবার কখনো দ্রুতগতিতে চলছিল বলে জানান তাঁরা। ঈশ্বরদীতে বিরতির পর পুনরায় যাত্রা শুরু হলে সুপারভাইজার চালকের আসনে বসেন। যাত্রীরা বাস পরিচালনার পদ্ধতি, চালকের দায়িত্ব পালন এবং অতিরিক্ত যাত্রী বহনের বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন।
সুপারভাইজারের বাস চালানোর বৈধ অনুমতি ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল কি না, চালক কেন নিজের আসন ছেড়েছিলেন এবং দীর্ঘ যাত্রাপথে চালকের বিশ্রামের ব্যবস্থা কি ছিল, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন বলে তারা দাবী করেন।
ওভারটেক করতে গিয়ে সংঘর্ষের প্রাথমিক ধারণা পুলিশের :
পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ট্রাকটি মহাসড়কের বাম পাশের লেন দিয়ে চলছিল। এ সময় দ্রুতগতির বাসটি অন্য যানবাহনকে ওভারটেক করতে গিয়ে ট্রাকটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়ায়। তবে দুর্ঘটনার আগে বাসটির প্রকৃত গতি কত ছিল, কি পরিস্থিতিতে ওভারটেকের চেষ্টা করা হয়েছিল এবং সংঘর্ষ এড়ানোর সুযোগ ছিল কি না, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
বনপাড়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আলমগীর হোসেন জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চালকের পরিবর্তে সুপারভাইজারের বাস চালানো এবং ফিটনেস সনদের মেয়াদ শেষ হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। তবে দুর্ঘটনার জন্য এসব বিষয়ের কোনোটি সরাসরি দায়ী কি না, তা তদন্ত শেষ হওয়ার আগে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।
সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন :
দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে জেলা প্রশাসনের গঠিত সাত সদস্যের তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবুল হায়াতকে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন পুলিশ সুপারের একজন প্রতিনিধি, বড়াইগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর একজন প্রতিনিধি, বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), বিআরটিএ নাটোরের সহকারী পরিচালক এবং নাটোর ফায়ার

সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক। গত মঙ্গলবার বিকেলে নাটোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আসমা খাতুন তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। জেলা প্রশাসক মোছা. সুমনী আক্তার বলেন, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি কাজ করবে। কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নিহতদের পরিবারপ্রতি এক লাখ টাকা সহায়তা :

দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এক লাখ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের দাফনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে নাটোরের জেলা প্রশাসক মোছা. সুমনী আক্তার জানান, দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি প্রধানমন্ত্রী সমবেদনা জানিয়েছেন এবং নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে এক লাখ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের হুইপ অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পৌঁছে দেন। জেলা প্রশাসক আরও জানান, নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি দাফনসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনা রোধে বনপাড়া-পাবনা মহাসড়ক প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

নিহত ১৪, পরিচয় শনাক্ত ১২ জনের :

মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দুর্ঘটনায় নিহত ১৪ জনের মধ্যে ১২ জনের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। তাঁরা হলেন রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ফরাদপুর গ্রামের আব্দুল হাকিমের ছেলে বাসচালক মো. সোহেল রানা (৪০), বাগমারা উপজেলার কনোপাড়া গ্রামের বাবর আলীর ছেলে মো. আনোয়ারুল হক (৩০), পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার পূর্বসুবিধখালী গ্রামের শহিদুল ইসলাম (৪৫) ও তাঁর মেয়ে তাসফিয়া (৮), শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের জহিরউদ্দীন মাতবরের ছেলে মো. জুয়েল মাতবর (৪০), একই উপজেলার ডুবিসাহিবর গ্রামের ইউনুস শিকদারের ছেলে মো. সোহাগ হোসেন (৩০), জাহান উদ্দীন মোল্লার ছেলে সালাল মোল্লা (৪৬), কাথুরিয়া গ্রামের রাজ্জাক ব্যাপারীর ছেলে মো. শাহিন (৩২), ডুবিসাহিবর গ্রামের আরব আলীর ছেলে মো. আব্দুস সামাদ (৭০), ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বড় মান্দারবাড়িয়া গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে ট্রাকচালক মো. আবুল কালাম (৫৬), নওগাঁর সাপাহার উপজেলার ঘোনটোলা গ্রামের মো. সাজ্জাত হোসেনের ছেলে মো. রাসেল (৩৩) এবং

ফরিদপুর সদর উপজেলার বাখোন্দিয়া গ্রামের ওমর কুমার জমাদারের ছেলে হিমেশ জমাদার (৩৫)। নিহত অপর দুজনের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তাঁদের মধ্যে একজন শিশু ও একজন নারী রয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তাঁদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ। নিহতদের মধ্যে দুই যানবাহনের চালকও রয়েছেন। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের বাড়ি দেশের বিভিন্ন জেলায় হওয়ায় তাঁদের স্বজনদের কাছে খবর পৌঁছানো এবং মরদেহ হস্তান্তরের বিষয়েও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।

আহতদের কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর:

দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিক, হাসপাতাল, নাটোর সদর হাসপাতাল ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। নাটোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. মাহাবুবুর রহমান জানান, দুর্ঘটনার পর সকালে আহত নয়জন হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁদের মধ্যে দুজন চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন। বাকি সাতজনের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্য চারজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

আহতদের মধ্যে ১০ জনের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। তাঁরা হলেন শরীয়তপুরের আলমগীর মাতবর (৫৫), চাঁপাইনবাবগঞ্জের আব্দুস সালাম (৩৫), শিবগঞ্জের ওয়াহিদ আলী (২২), মাদারীপুরের নাইম তালুকদার (২০), নার্গিস আক্তার (৩৫), বরগুনার জেসমিন আক্তার (৩৫), নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার চিরঞ্জিত কুমার (২৫), মান্দা উপজেলার মানিক হোসেন (৩৭) ও শাহাজুল ইসলাম (৩৬) এবং লক্ষ্মীপুরের রাকিব হোসেন (২৫)। অন্য আহতদের নাম-পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ।

সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন প্রশ্ন :

একটি দুর্ঘটনায় ১৪ জনের মৃত্যু শুধু একটি পরিবারের নয়, বহু পরিবারের জীবনে নেমে এসেছে অপূরণীয় ক্ষতি। ফিটনেস সনদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া, চালকের দায়িত্ব পালনে অনিয়মের অভিযোগ এবং অতিরিক্ত যাত্রী বহনের দাবি—সব মিলিয়ে দুর্ঘটনার আগের পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এসব অভিযোগের সত্যতা তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি মহাসড়কে যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষা, চালকের যোগ্যতা যাচাই, দীর্ঘপথে চালকদের বিশ্রাম নিশ্চিত করা এবং নিরাপদে ওভারটেকের নিয়ম মানার বিষয়গুলোও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা দরকার। এখন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের অপেক্ষা। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণ, দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্য দিয়েই এ ধরনের প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপের পথ তৈরি হতে পারে।